সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৯১
WEEKLY BOOKLET:391

প্রায় ৩৬ বছর আগের বয়ান

বেনামাযীর শাস্তি

বেনামাযীর দুনিয়ায় ৫টি শাস্তি ০৭
জাহান্নাম অত্যন্ত কালো ১৫
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না ১৫
অযু করার সময় মুচকি হাসতে লাগলেন ১৬

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বেনামাযীর শাস্তি

আত্তারের দোয়া: হে দয়ালু আল্লাহ! যে ব্যক্তি **"বেনামাযীর শাস্তি"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে মযবুদ নামাযী বানিয়ে দাও এবং তার পিতামাতাসহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফে র ফযিলত

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: নিঃসন্দেহে দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলে থাকে এবং তা থেকে কোন কিছু উপরে উঠে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ পাঠ করবে না।

(তিরমিযী, ২/২৮, হাদিস: ৪৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমি এটা কেন করলাম?

হযরত আবু উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সঙ্গে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শুকনো একটি ডাল ধরলেন এবং সেটিকে ঝাঁকালেন, এমনকি তার সব পাতা ঝরে পড়ল। তারপর বললেন: হে আবু উসমান! তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে, আমি এটা কেন করলাম? আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কেন এটি করলেন? তিনি বললেন: একবার আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সঙ্গে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এমনটি করেছেন এবং সেই গাছের একটি শুকনো ডাল ধরে ঝাঁকালেন, এমনকি তার সব পাতা ঝরে পড়ল। তারপর ইরশাদ করলেন: হে সালমান! তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে, আমি এটি কেন করলাম? আমি আরয করলাম: আপনি কেন এটি করলেন? ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় যখন কোনো মুসলমান উত্তমরূপে অযু করে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তখন তার গুনাহ এভাবে ঝরে পড়ে, যেমনটি এই গাছের পাতা ঝরে পড়েছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতে মুবারাকাটি পাঠ করলেন:

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰی لِلذّٰكِرِیۡنَ ﴿۱۱۴﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় সৎকাজগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয় অসৎ কাজগুলোকে। এটা উপদেশ মান্যকারীদের জন্য।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/১৭৮, হাদিস: ২৩৭৬৮)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামায একটি মহান ইবাদত। যে নিয়মিত নামায আদায় করবে, সে জান্নাতের হকদার হবে আর যে নামায পড়বে না, সে জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত হবে। প্রতিটি মুসলমান, সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর জন্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। নামাযের ফরযিয়াতকে (অর্থাৎ তা ফরয হওয়াকে) অস্বীকার করা কুফরী আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দেয়, সে ফাসিক, কঠিন গুনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত। নামায একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে করীমে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। কুরআনে পাক ও হাদিসে মুবারাকায় বেনামাযীর জন্য অসংখ্য আযাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি পড়ুন এবং শিক্ষা অর্জন করুন:

বেনামাযীদের জন্য জাহান্নামের ভয়ংকর উপত্যকা

পারা ১৬, সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে ‘গায়্য’ এর জঙ্গল পাবে।

www.dawateislami.net

ভয়ংকর কূপ

সূরা মরিয়মের ৫৯ নম্বর আয়াতে মুবারাকায় "غَيًّا" এর উল্লেখ রয়েছে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামের একটি উপত্যাকা। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "غَيًّا" জাহান্নামের একটি উপত্যাকা, যার গরম এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি, এর মধ্যে একটি কূপ রয়েছে যার নাম হচ্ছে "হাবহাব", যখন জাহান্নামের আগুন নিবু নিবু হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক এই কূপ খুলে দেন, যার কারণে তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) আবারো প্রজ্বলিত হয়ে যায় (আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:) (كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۷﴾) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যখন কখনো তা স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্বলিত করে দেবো। **(পারা ১৫, বনি ঈসরাইল, আয়াত: ৯৭)** এই কূপ বেনামাযী, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর, পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারীদের জন্যই।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৪৩৪, ৩য় অংশ, সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

দুনিয়াবী কূপ

হে আশিকানে নামায! খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন! আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়েতে বেনামাযী, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, সুদখোর এবং পিতামাতার অবাধ্যতাকারীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এই ভয়ংকর কূপ সম্পর্কে বুঝার জন্য মাঝে মাঝে দুনিয়াবী গভীর কূপের পাশে দাঁড়িয়ে এর গভীরতা সম্পর্কে একটু দৃষ্টি দিন এবং ভাবুন যে, যদি দুনিয়ার একটি কূপের মধ্যেই

www.dawateislami.net

বন্দি করে দেয়া হয়, তাহলে কি সেই শাস্তি সহ্য করতে পারবো? যদি উত্তর না হয় এবং নিশ্চয় না হবে, তবে জাহান্নামের ভয়ংকর কূপের আযাব কীভাবে সহ্য করবো! **(ফয়যানে নামায, পৃ: ৪২২)**

মাংস বিহীন চেহারা

"কুররাতুল উয়ুন" এ উল্লেখিত একটি হাদিসে পাকে রয়েছে, উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দশ ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের উপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আযাব দিবেন, তাদের চেহারা মাংসবিহীন হাড়গুলো দেখা যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন। সেই দশজন হলো: (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারকারী (২) পথভ্রষ্ট নেতা (৩) মদ্যপায়ী ব্যক্তি (৪) পিতামাতার অবাধ্য সন্তান (৫) চোগলখোর (৬) মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী (৭) যাকাত প্রদান করে না এমন ব্যক্তি (৮) সুদখোর (৯) অত্যাচারী এবং (১০) বেনামাযী। কিন্তু বেনামাযীর জন্য দুইগুণ আযাব হবে এবং বেনামাযী কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় উঠবে, তার দুই হাত তার গর্দানের সাথে বেঁধে দেয়া হবে ফেরেশতারা তাকে পিটাতে থাকবে আর জান্নাত তাদেরকে বলবে: "না তুমি আমার, না আমি তোমার আর জাহান্নাম বলবে: আমি তোমার এবং তুমি আমার। আল্লাহ পাকের শপথ! অবশ্যই আমি তোমাকে কষ্টদায়ক আযাব দিবো। সেই সময় তার (বেনামাযীর) জন্য দোযখের দরজা খুলে যাবে এবং সে দ্রুত গতিতে দোযখের দরজার পৌঁছে যাবে আর তার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে এবং জাহান্নামের ঐ স্তরে তার জায়গা হবে যেই স্তরে ফেরাউন, হামান এবং কারুন থাকবে।

(কুররাতুল উয়ুন, ৩৮৪ পৃ:। নেকীউ কি জাযায়ে আউর গুনাহো কি সাজায়ে ১৮-১৯ পৃ:)

www.dawateislami.net

বেনামাযীর জন্য নূর থাকবে আর না দলিল ও মুক্তি

আমার আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর, দলিল ও মুক্তি থাকবে আর যে ব্যক্তি হেফাযত করবে না, তার জন্য কিয়ামতের দিন না নূর থাকবে, না দলিল থাকবে, না মুক্তি থাকবে। এবং সেই ব্যক্তি কিয়ামদের দিন কারূন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই বিন খালাফ এর সাথে থাকবে। **(মুসনাদে আহমদ, ২/৫৭৪, হাদিস: ৬৫৮৭)**

হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (হাদিসে পাকের এই অংশ: যে নামাযের হেফাযত করলো) এর প্রসঙ্গে বলেন: এভাবে সর্বদা নামায আদায় করা, শুদ্ধভাবে, মনযোগ সহকারে একাগ্রচিত্তে আদায় করা, এর অর্থ হলো, নামায কায়েম করা, যার নির্দেশ কুরআনে করীম বার বার দিয়েছে: اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (অর্থাৎ নামায কায়েম করো) **(পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩)** এবং হাদিসে পাকের এই অংশের (নামায কিয়ামতের দিন নূর ও দলিল এবং মুক্তির মাধ্যম হবে) ব্যাপারে বলেন: কিয়ামতের মধ্যে কবরও অন্তর্ভুক্ত কেননা মৃত্যুও কিয়ামত। উদ্দেশ্য হলো, নামায কবর এবং পুলসিরাত আলোকিত করবে যে, সিজদার স্থান হতে নূর চমকাবে এবং নামায মুমিন বরং আরিফ বিল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভকারী) হওয়ার দলিল হবে এমনকি নামাযের মাধ্যমে তার প্রত্যেকটা জায়গায় মুক্তি মিলবে, কেননা কিয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্ন হবে নামাযের, যদি এতে বান্দা সফল হয়ে যায় তাহলে اِنْ شَآءَ الله সামনেও সফল হবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৩৬৭-৩৬৮)**

www.dawateislami.net

বেনামাযীর ১৫টি আযাব

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করবে, আল্লাহ পাক তাকে পাচঁটি বিষয় দ্বারা সম্মানীত করবে: (১) তার কাছ থেকে পেরেশানী এবং (২) কবরের আযাব দূরীভূত করে দিবেন (৩) আল্লাহ পাক আমলনামা তার ডান হাতে দিবেন (৪) সে পুলসিরাত বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত গতিতে পার হয়ে যাবে (৫) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং যে ব্যক্তি অলসতার কারণে নামায ছেড়ে দিবে, আল্লাহ পাক তাকে "১৫টি আযাব" দিবে: পাঁচটি দুনিয়ায়, তিনটি মৃত্যুর সময়, তিনটি কবরে এবং তিনটি কবর থেকে বের হওয়ার সময়।

দুনিয়ায় পাওয়া পাঁচটি আযাব

(১) তার হায়াত থেকে বরকত শেষ করে দেয়া হবে (২) তার চেহারা থেকে নেককার বান্দাদের আলামত উঠিয়ে নেয়া হবে (৩) আল্লাহ পাক তাকে কোন আমলের সাওয়াব দিবেন না (৪) তার কোন দোয়া আসমান পর্যন্ত পৌঁছবে না এবং (৫) নেককার বান্দাদের দোয়া সমূহে তার কোন অংশ হবে না।

মৃত্যুর সময় প্রদানকৃত তিনটি আযাব

(১) সে লাঞ্ছিত হয়ে মরবে (২) ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরবে (৩) পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যদি তাকে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের পানি পান করানো হয় তারপরও তার পিপাসা নিবারণ হবে না।

www.dawateislami.net

কবরে প্রদানকৃত তিনটি আযাব

(১) তার কবরকে এত সংকির্ণ করা হবে যে, তার হাড় একটা অপরটার ভিতর ঢুকে যাবে। (২) তার কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে অতঃপর সে দিনরাত আগুনে উলট পালট হতে থাকবে এবং (৩) তার কবরে একটি বিরাট সাপ নিযুক্ত করে দিবে যার নাম اَلْاَقْرَعُ اَلشُّجَاعُ (অর্থাৎ টাক ওয়ালা সাপ), তার চোখগুলো আগুনের হবে, যার থাবা হবে লোহার, প্রত্যেক থাবার দীর্ঘ এক দিনের দূরত্ব হবে, সে মৃতের সাথে কথা বলবে, আমি اَلْاَقْرَعُ اَلشُّجَاعُ (অর্থাৎ টাক ওয়ালা সাপ)। তার আওয়াজ বজ্রপাতের গর্জনের মত হবে, সে বলবে: আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ফযরের নামায নষ্টকারীকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত দংশন করতে এবং যোহরের নামায নষ্টকারীকে আসর পর্যন্ত দংশন করতে এবং আসরের নামায নষ্টকারীকে মাগরিব পর্যন্ত দংশন করতে এবং মাগরিবের নামায নষ্টকারীকে ইশা পর্যন্ত দংশন করতে এবং ইশার নামায নষ্টকারীকে ফজর পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে, যখন সে মৃতকে দংশন করবে তখন সে জমিনের ৭০ হাত পর্যন্ত ধ্বসে যাবে এবং সে নামায ত্যাগকারী কিয়ামত পর্যন্ত এই আযাব ভোগ করতে থাকবে।

কিয়ামতে প্রদানকৃত ৩টি আযাব

(১) তার হিসাব খুবই কঠিন হবে (২) আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হবেন (৩) জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১] **(কিতাবুল কাবায়ির লিল ইমামিল হাফিযিয যাহবি, ২৪ পৃ:)**

---

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিসিনে কেরাম এই বর্ণনার ব্যাপারে খন্ডন করেছেন এবং আমাদের কিছু ওলামা ওয়াজ নসিহত ও কিতাবেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য বেনামাযীদেরকে নামাযের নিকটবর্তী করার জন্য "ফয়যানে নামাযে" এই বর্ণনাকে অন্তর্ভুক্ত করা করেছে।

www.dawateislami.net

ব্যাখ্যা: বর্ণনাকৃত হাদিসে পাকে ১৫ টি আযাবের কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু আলোচনায় ১৪ টির বর্ণনা হয়েছে, হয়তো বর্ণনাকারী ১৫ নম্বরটির কথা ভুলে গিয়েছে। অবশ্যই ফকিহ আবুল লাইস সমরকান্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনায় সম্পূর্ণ ১৫ টি আযাবের কথা আলোচনা করেছেন যাতে এটি অন্তর্ভুক্ত করে নিলে ১৫টি পূরণ হয়ে যাবে। "দুনিয়ায় সৃষ্টিকুল তাকে ঘৃণা করবে।" (**কুররাতুল উয়ুন মাআ রউযিল ফায়িক**, ৩৮৩ পৃ:)

নামাযে অলসতাকারীরা ভাবুন! তারা কি রাজি আছে যে, তাদের জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হোক! তারা কি রাজি আছে যে, তাদের দোয়া কবুল না হোক! তারা কি রাজি আছে যে, নেককার লোকদের দোয়া তাদের পক্ষে কবুল না হোক! তারা কি রাজি আছে যে, নামাযে অলসতা করার কারণে তারা অপদস্ততার মৃত্যুবরণ করুক! তারা কি রাজি যে, মৃত্যুর সময় তাদের এতো বেশি পিপাসা লাগুক যে, সমুদ্রের পানি পান করানোর পরও তাদের তৃষ্ণা মিঠবে না! তারা কি রাজি যে, কবর এমনভাবে চাপ দিক যে, তাদের পাঁজর একটা অপরটার মধ্যে ঢুকে যাক! তারা কি রাজি যে, তাদের কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হোক এবং তারা আগুনে উলট পালট খেতে থাক! তারা কি রাজি যে, তাদের কবরে অনেক বড় একটি সাপ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হোক, যা তাদের প্রতিনিয়ত আঘাত করবে এবং একবার আঘাত করলে তারা ৭০ গজ যমিনে ধ্বসে যাবে, অতঃপর তারা তাদের নখ ভূগর্ভে প্রবেশ করে তাদের পা দিয়ে তাদের বের করবে এবং আবার আঘাত করবে! তারা কি রাজি যে, কাল কিয়ামতের দিন আগুনের মেঘ তাদের সামনে আসবে! তারা কি রাজি যে, আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাবেন, যার কারণে তাদের

www.dawateislami.net

চেহারার চামড়া ও মাংস ঝরে যাবে! তারা কি রাজি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি প্রচন্ড অসন্তুষ্ট থাকবেন এবং কঠোরভাবে হিসাব নেবেন অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নামের হুকুম শুনিয়ে দিবেন! নিশ্চয়ই তারা এতে রাজি হবে না, তবে হে বেনামাযী! কুরআনের পাকের নির্দেশ (اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ।) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "নামায কায়েম রাখো।" **(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩)** এর উপর আমল করে নামায কায়েমকারী হয়ে যান। দেখুন! নামাযের হুকুম আল্লাহ পাকও দিয়েছেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও দিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের ঐ সকল ওলীরাও দিয়েছেন, যাঁদের পবিত্র মাযারে আমরা যিয়ারতের জন্য যাই। দেখুন! যদি এখনও নামায না পড়ে থাকেন, তবে মৃত্যুর পর অনুশোচনা করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করবে যে,আহ! যদি আমি দ্বীগুণ নামায পড়ার অনুমতি পেতাম এবং আমি আমার কবরে দুই রাকাত নামায পড়তে পারতাম, কিন্তু সেই সুযোগ আর কখনও আসবে না। তাই এখন থেকেই নিজের এই মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, হে আল্লাহ পাক! তুমি আমাদের নামায পড়ার হুকুম দিয়েছ, তো আমি আজ থেকে নিয়মিত নামায পড়ার নিয়্যত করছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমাদের নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন, তো আমি আজ থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এখন আমি নামায পড়বো, হে আল্লাহ পাকের আউলিয়াগণ! আপনারা আমাদের নামায পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাই আমি আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলাম যে, আজকের পর আমার কোন নামায কাযা হবে না।

www.dawateislami.net

প্রশান্তি আল্লাহ্ পাকের যিকিরের মধ্যেই নিহিত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, তাকে অনেক ধন-সম্পদ দেয়া হোক, কিন্তু ভাগ্য তাকে অভাবী করে দেয়। প্রতিটি মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, সে যেনো কখনো অসুস্থ না হয়, কিন্তু ভাগ্য হলো, সে অসুস্থও হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, তার উপর যেনো কখনো কোন বিপদ না আসে, কিন্তু প্রতিদিন তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং নানা বিপদ-আপদে পড়তে হয়। প্রতিটি মানুষ চায় যে, শান্তি ও প্রশান্তি অর্জিত হোক, কিন্তু সে অশান্তি ও উদ্বেগের শিকার হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষ চায় যে, সে যেনো কখনো মারা না যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নেয়। সে চায় যে, তার যৌবন অব্যাহত থাকুক, কিন্তু সে এক সময় বৃদ্ধ হয়ে যায়। সে চায় যে, তার হাতে ক্ষমতা আসুক, কিন্তু সে শাসিত হয়েই থাকে। তো এভাবেই মানুষ চায় যে, জোর করে নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে, কিন্তু পারে না, কেনন তার নিয়ন্ত্রণ অন্য কারো কুদরতির হাতে এবং তিনি যখন চান, তার লাগাম টেনে নেন। মানুষ নিজের শক্তি দিয়ে অনেক অবধ্যতা করে, কিন্তু তবুও শেষমেশ তার অত্যাচারের যুগ শেষ হয়ে যায়। কুদরত যখন প্রতিশোধ নেয়, তখন বান্দার কিছুই চলে না এবং মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। দেখুন! ফেরাউন ছিল অনেক বড় অবাধ্য ও অত্যাচারী বাদশাহ, সে অনেক প্রচেষ্টা করেছিল যে, যেকোনভাবে সে হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর জয়লাভ করবে, কিন্তু সে সফল হয়নি। ফেরাউন একশত বছর বেঁচে ছিল এবং সারাজীবন সুস্থও ছিল, কিন্তু লাগাম অন্য কারো কুদরতের হাতে ছিল এবং যখন তিনি লাগাম টানলেন তখন এতো

www.dawateislami.net

বড় সুস্থ-সবল এবং এতো বড় অত্যাচারী বাদশাহ নীল নদীতে ডুবে গেল। নমরূদকে দেখুন, আল্লাহ পাক তাকে অনেক বড় নেয়ামত দান করেছিলেন, কিন্তু সে নেয়ামত অর্জনে কৃতজ্ঞতা আদায় করার পরিবর্তে অহংকারী হলো এবং নিজের প্রতিপালককে ভুলে গেলো, এমনকি নিজেকে খোদা দাবি করে বসলো। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য কত চেষ্টাই না করেছিলো, কিন্তু এত বড় বাদশাহ হওয়ার পরও একটি পঙ্গু মশার মাধ্যমে মারা গেলো। মুফাসসিরগণ বলেন: যে মশা নমরূদকে হত্যা করেছিল, তা ছিল পঙ্গু এবং সে নমরূদের নাকে প্রবেশ করে তার মস্তিষ্কে পৌঁছে গিয়ে নমরূদকে শেষ করে দিয়েছিল আর এভাবে নমরূদ অপদস্ত হয়ে মারা গেল। **(তাফসীরে নঈমী, ৩/৬১-৬২)** জানা গেলো, এই পৃথিবীতে কারও ইচ্ছা চলে না এবং তার লাগাম অন্য কারও কুদরতের হাতে থাকে। তিনি যখন তাঁর ইচ্ছায় লাগাম টান দেন। সুতরাং কেন আমরা তার দিকে ফিরে যাই না, যাঁর কুদরতের হাতে লাগাম রয়েছে। যখন সব কিছু তাঁর নিকট, সবকিছু তিনিই করেন, তিনিই সব করেন, সবাইকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত রাখেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন, তাহলে কেন মানুষ তাঁর দিকে ফিরে যায় না? আজকাল শান্তির খোঁজে মানুষ চায় যে, সে শান্তি পাক এবং সেই জন্যই সে ইন্টারনেট খুলে, গান শোনে, তাস খেলে, দাবা খেলে, সিনেমা-নাটক দেখে, মদ পান করে এবং জানি না আর কী কী করে, কিন্তু সে শান্তি পায় না, কারণ শান্তি এসবের মধ্যে নেই আর শান্তি আমাদের বা আপনার হাতে নয়।

মনে রাখবেন! শান্তি যাঁর কুদরতের হাতে রয়েছে, তিনি শান্তির উপায় অন্য কিছু বলেছেন। অনেকেই শান্তি পাওয়ার জন্য টিভি চালু করে

www.dawateislami.net

নেয়, গান-বাজনা শুনে এবং সিনেমা-নাটক দেখে, হয়তো এসবের দ্বারা শান্তি পাওয়া যাবে কিন্তু তারা শান্তি পায়না, কারণ শান্তি এসব জিনিসে নয়, আল্লাহ পাকের যিকিরের মধ্যেই রয়েছে। ১৩তম পারা সূরা রা'দ এর ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শুনে নাও, আল্লাহ্‌র স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।

নিঃসন্দেহে যিকিরের মাহফিলে আল্লাহ আল্লাহ করাও যিকির এবং এর মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ হয়। কিন্তু শুধু এটাই যিকির নয়, বরং যিকিরের আরও অনেক ধরন আছে, যেমন: "নামায, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, দরুদ শরীফ, তাসবীহ, নেককার লোকদের জীবনী আলোচনা করা ইত্যাদি।" **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটিকা: ১১৪, ১/১৯৩)** যদি কেউ প্রশান্তি চায়, তবে তার উচিত আল্লাহ পাকের দরবারের দিকে ফিরে আসা এবং নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া اِنْ شَآءَ الله সে প্রশান্তি লাভ করবে। মনে রাখবেন! আপনি যদি আল্লাহ পাকের দরবার ছেড়ে এখানে-সেখানে ছুটে যান, তবে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাবে আর যদি আপনি তাঁর দরবারে পড়ে থাকেন, তবে তিনি আপনাকে দান করবেন, কারণ তিনি মহান দয়ালু ও করুণাময়। যে আল্লাহ পাকের হয়ে যায়, সারা পৃথিবীকে তার অধীন করে দেয়া হয় আর যে আল্লাহ পাকের আহকামের উপর আমল করে না এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করা ত্যাগ করে, তবে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন আর যখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন লাগাম টান দেন আর যখন তিনি লাগাম টান দেন তখন দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে বাঁচাতে পারে না।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈমান আনয়ন করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু নেক আমল করাও জরুরী। যদি আমরা নেক কাজ না করি এবং আল্লাহ পাক আমাদের দয়া করে ক্ষমা করে দেন, তবে এটা আমাদের পক্ষ থেকে অবিশ্বস্ততা হবে যে, আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কিছুই করিনি, অথচ "পুরো দুনিয়ার এটাই নিয়ম যে, যার খাবে, তারই গুণ গাইবে" দেখুন! আমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত খাই এবং তাঁর অনুগ্রহে নিজের জীবন অতিবাহিত করছি, কিন্তু আমরা নামায না পড়ে তার অবাধ্যতা করছি, সুতরাং যদি তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তিনি আমাদের রশি টান দেন, তবে আমাদের হাশর হবে করুণ। মনে রাখবেন! এই বিষয়টি নির্ধারিত যে, কিছু মুসলমান অবশ্যই এমন হবে, যারা مَعَاذَ الله জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমরা জাহান্নামের নাম শুনে থাকি, কিন্তু আমাদের অনেকেরই এটা জানা নেই যে, জাহান্নাম কী? আসুন কিছু জাহান্নামের বর্ণনা জেনে নিই:

জাহান্নামের তীব্রতা ও উত্তাপের বর্ণনা

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হযরত জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি জাহান্নামকে সুইয়ের ডগার সমান খুলে দেয়া হয়, তবে সম্পূর্ণ পৃথিবী এর উত্তাপে ধ্বংস হয়ে যাবে। **(মু'জামু আওসাত, ২/৭৮, হাদিস: ২৫৮৩)** শতকোটি মাইল জাহান্নাম থেকে আমরা দূরে রয়েছি, এরপরও এর উত্তাপ এতো বেশি যে, যদি সুইয়ের ডগার সমপরিমাণ খুলে দেয়া হয়, তবে সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং নিজেই এই জাহান্নামে যাবে, তার অবস্থা

www.dawateislami.net

কেমন হবে? অথচ একটি মতানুসারে "জাহান্নাম সাত জমিনের নিচে অবস্থিত।" **(শরহে আকায়িদে নাসাফিয়া, ২৪৯ পৃ:)**

জাহান্নাম অত্যন্ত কালো

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর জ্বালানো হয়েছে, এক পর্যায়ে তা লাল হয়ে গেলো, অতঃপর এক হাজার বছর আরো জ্বালানো হয়, একপর্যায়ে তা সাদা হয়ে গেলো, অতঃপর আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হয়, এক পর্যায়ে এখন তা অত্যন্ত কালো। **(তিরমিযী, ৪/২৬৬, হাদিস: ২৬০০)**

অন্ধকার হওয়া স্বয়ং একটি আযাব, যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, তবে অন্ধকার হওয়ার কারণে লোকেরা অস্তির ও উদ্বিগ্ন হয়ে যায়, আর এই অন্ধকার স্বয়ং একটি আতঙ্ককারী আর এর সাথে এরূপ ভয়ংকর কালো আগুন হবে! ধ্বংস ঐ দুর্ভাগা ব্যক্তির জন্য, যে জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হবেন না, আপনি আল্লাহ পাকের ফরযসমূহ যেমন; নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি সঠিকভাবে পালন করতে থাকুন, তাঁর নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকুন এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়ার আঁচল শক্তভাবে আঁকড়ে ধরুন, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং উভয় জাহানে আপনার তরী পার হবে। দেখুন! আমরা আমাদের সন্তানদের ভালোবাসি এবং ভালোবাসার কারণে তাদের প্রতিটি

www.dawateislami.net

চাহিদা পূরণ করি, যেমন: যদি আমাদের সন্তান বলে: আব্বু! আমাকে মোটর গাড়ি দিতে হবে তবে আমরা তাকে বলি যে, আমার সন্তান! একটা নয়, দুইটা দেবো অতঃপর একটার বদলে দু'টি মোটর গাড়ি তাকে কিনে দিই। তেমনিভাবে যদি আমাদের সন্তান বলে: আব্বু! আমাকে সাইকেল দিতে হবে, তবে আমরা সন্তানের ভালোবাসায় তার এই ইচ্ছাও পূরণ করি।

এখন আমরা নিজেদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করে নিই যে, আমরা যদি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালোবাসার দাবি করি এবং নিজেকে আশিকে রাসূল বলে থাকি কিন্তু নামায কাযা করি, অথচ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাযে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে। **(নাসায়ী, ৬৪৪ পৃ:, হাদিস: ৩৯৪৫)** দেখুন! যার প্রতি ভালোবাসা হয়, তাঁর চোখের প্রশান্তির প্রতি যত্ন নেয়া হয়, কিন্তু আমরা ভালোবাসা সত্ত্বেও আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের প্রশান্তির প্রতি মনোযোগ দিই না! সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যিকার ভালোবাসতেন, তাই তো তাঁরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদর্শ অনুসরণের পূর্ণ চেষ্টা করতেন। আসুন! এই প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা পড়ে নিই:

অযু করার সময় মুচকি হাসতে লাগলেন

মুসলামানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রকৃত একজন আশিকে রাসূল বরং ইশকে মুস্তফার বাস্তব নমুনা ছিলেন, একবার হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অযু করার সময় মুচকি হাসছিলেন। লোকেরা যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো তখন তিনি বলতে লাগলেন:

www.dawateislami.net

আমি একবার রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই জায়গায় অযু করার সময় মুচকি হাসতে দেখেছিলাম। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/১৩০, হাদিস: ৪১৫)**

অযু কর কে খান্দা হোয়ে শাহে ওসমাঁ
কাঁহা কিউ তাবাসসুম ভালা কর রাহা হো?
জাওয়াবে সুয়ালে মুখাতাব দিয়া ফির
কিসি কি আদা কো আদা কর রাহা হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারো কর্মের অনুসরণ করছি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا মক্কায়ে মুকাররমায় যাওয়ার সময় একটি বরই গাছের কাঁটাযুক্ত ডালের সাথে নিজের পাগড়ি শরীফ আটকিয়ে কিছুদূর চলে যেতেন অতঃপর ফিরে আসতেন এবং পাগড়ি শরীফ ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: এটা কি? বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ি শরীফ এই গাছে আটকে গিয়েছিলো এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতদূর সামনে চলে গিয়েছিলেন আর ফিরে এসে নিজের পাগড়ি শরীফ ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। **(নূরুল ঈমান বিযিয়ারাতি আ'ছারে হাবীবুর রহমান, ১৫ পৃ:)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ভালোবাসতেন যে, তাঁরা যথাসম্ভব প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি কর্ম অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যিকার ভালবাসতেন কিন্তু আজ আমাদের ভালোবাসা শুধুমাত্র কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এখনই আপনারা পড়েছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا পাগড়ি শরীফ সজ্জিত ছিলেন আর আমরা পাগড়ি শরীফের সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী এই যুগেও পাগড়ি শরীফের সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করে দিয়েছে, তাই তো বর্তমানে হাজারো নয় বরং লাখো মানুষের মাথায় পাগড়ি শরীফের মুকুট সজ্জিত দেখা যাচ্ছে, অন্যথায় পূর্বে অনেক কম লোকই পাগড়ি শরীফ সাজাতো। মনে রাখবেন! খালি মাথায় থাকার যখনই প্রয়োজন মনে করবেন তখন আপনি পাগড়ি শরীফ পরিধান করা ছেড়ে দিবেন, কেননা পাগড়ি শরীফ পকেটে রাখা দুস্কর আর টুপি পকেটে রাখা সহজ। দূর্ভাগ্যবশত পাগড়ি শরীফের সুন্নাতও হারিয়ে গেছে অথচ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র মাথায় টুপির উপর পাগড়ি শরীফ সাজাতেন এবং এর উৎসাহও দিয়েছেন, যেমনটি একবার তিনি পাগড়ি শরীফের দিকে ইংগিত করে ইরশাদ করেন: ফেরেশতাদের মুকুট এমনই হয়ে থাকে। **(কানযুল উম্মাল, ৮/২০৫, হাদিস: ৪১৯০২)** এছাড়াও অপর এক স্থানে বলেছেন: পাগড়ি পরিধান করো, এতে তোমাদের প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাবে।

(মুস্তাদরাক, ৫/২৭২, হাদিস: ৭৪৮৮)

মনে রাখবেন! আমাদের সত্যিকার অর্থে আউলিয়ায়ে কেরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সন্তুষ্টি তখনই অর্জিত হবে, যখন আমরা তাঁদের আদর্শের উপর আমল করবো, আউলিয়ায়ে কেরাম নিজেদের পুরোটা জীবন সুন্নাতকে প্রসার করার জন্য সপে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা সারা জীবন

www.dawateislami.net

সুন্নাতের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, তাই তো আজ আমরা আমলীভাবে এটি নির্ধারণ করে নিয়েছি যে, সুন্নাতের অনুসরণের আপ্রাণ চেষ্টা করবো

আমাদের এমন কি ভুল হয়ে গেছে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল লোকেরা বলে: জানিনা কি কারণে আমাদের ঘর থেকে রোগবালাই যাচ্ছে না, আমাদের ঘর থেকে বেকারত্ব যাচ্ছে না, আমাদের ঘরে সন্তান হচ্ছে না, আমাদের ঘরে এই পেরেশানী আর ঐ পেরেশানী! আর এমনও বলতে শোনা যায় যে, "জানিনা এমন কি ভুল হয়ে গেছে, যার শাস্তি আমরা পাচ্ছি" অথচ অবস্থা এমন যে, চেহারা থেকে দাড়ি পরিষ্কার করে নবী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের মতো বানিয়ে রেখেছে আর নামাযও একেবারে পড়ে না। যদি আপনি চান যে, আপনার ঘর থেকে রোগ-ব্যাধি, বেকারত্ব, সন্তানহীনতা এবং পেরেশানী দূর হোক, তবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করুন এবং নিয়মিত নামায পড়ুন। اِنْ شَآءَ الله আপনার মানসিক ও হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জিত হবে এবং আপনার ঘর প্রশান্তির নীড় হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net